BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120019

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

বিংশ শতকের বাংলা নাটক ও প্রতিবাদের সুর

গৌড় মন্ডল

Research Scholar, Bankura University
Email: mandalgour10@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বিংশ শতকের বাংলা নাটক কেবলমাত্র বিনোদনের এক মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক শক্তিশালী প্রতিবিম্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই শতক ছিল একই সঙ্গে সাহিত্যিক নবচেতনার বিকাশ এবং সামাজিক উত্তরণ ও সংকটের সময়কাল। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্থান, সাম্যবাদী ও মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার, নারীমুক্তি আন্দোলন এবং পাশ্চাত্য নাট্যরীতির প্রভাব—এই বহুমাত্রিক উপাদানসমূহ বাংলা নাটকের কাঠামো, বিষয়বস্তু ও ভাষাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে বাংলা নাটকে প্রতিবাদের একটি স্বতন্ত্র ও বহুস্বরিক ধারা গড়ে ওঠে, যা সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য থেকে শুরু করে প্রতীকী, নৈতিক ও দার্শনিক প্রতিবাদের রূপ ধারণ করে।

এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কীভাবে বিংশ শতকের শুরু থেকে একবিংশ শতকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত বাংলা নাটক সামাজিক অসাম্য, রাজনৈতিক শোষণ, শ্রেণি-সংঘাত, লিঙ্গ বৈষম্য এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সংকটকে নাট্যরূপে প্রকাশ করেছে। বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী নাট্যকারদের অবদান, প্রতিবাদী নাট্যধারার ক্রমবিকাশ, এবং নাটক কীভাবে একটি সক্রিয় সামাজিক মাধ্যম হিসেবে দর্শককে চিন্তা ও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। পাশাপাশি নাটকের নান্দনিক সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার দিকগুলিও এই আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই গবেষণা বাংলা নাটককে একটি সামাজিক দলিল ও প্রতিবাদের শিল্পমাধ্যম হিসেবে মূল্যায়নের একটি প্রয়াস।

মূল শব্দ: *বাংলা নাটক, প্রতিবাদ, সামাজিক চেতনা, রাজনৈতিক সচেতনতা, বিংশ শতক, নাট্যকার।*

প্রবর্তনা

বাংলা নাট্যসংস্কৃতি দীর্ঘ ইতিহাসের ধারক। ১৮শ ও ১৯শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নাটককে মূলত বিনোদন ও শিক্ষামূলক মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হত। কিন্তু ২০শ শতক প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নাটক রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তরণে শক্তিশালী একটি হাতিয়ার হয়ে উঠতে থাকে। ঐ সময়কার বাংলা সমাজ নানা দিক থেকে পরিবর্তিত হচ্ছিল—ঔপনিবেশিক শোষণ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, মহিলাদের অধিকার আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, এবং পরে দেশভাগের যন্ত্রণার প্রভাব। এই পরিবর্তনগুলো নাটকের মাধ্যমে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রতিবাদ প্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নাটক শুধু কথোপকথন বা অভিনয় নয়; এটি দর্শককে ভাবতে বাধ্য করে, সমাজের অন্যায় ও অসাম্যকে সামনে আনে। সুতরাং, ২০শ শতকের বাংলা নাটককে কেবল সাহিত্যকর্ম হিসেবে নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের একটি মাধ্যম হিসেবে দেখা উচিত।

ইতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বিংশ শতকের বাংলা নাটকের ইতিহাসকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়:

ঔপনিবেশিক ও রাজনৈতিক প্রভাব (1900–1947): ১৯০০-এর দশকে বাংলা নাটকে সবচেয়ে বড় প্রভাব ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে দেখা যায় সামাজিক সংস্কারের চিত্রায়ন এবং সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রাথমিক ছোঁয়া। উদাহরণস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" বা "বিসর্জন" শুধু ব্যক্তিগত কাহিনী নয়, বরং সমাজ ও ধর্মের দমনমূলক প্রথার বিরুদ্ধে একটি নরম প্রতিবাদের চিত্র।

স্বাধীনতা-উত্তর নাটক (1947–1971): স্বাধীনতার পর বাংলা নাটকে আরও প্রখর সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কার নাটক সমাজের নানান বৈষম্য, বিশেষ করে ধনী-গরীব বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, এবং রাজনৈতিক শোষণকে প্রকাশ করেছিল। উত্তমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, এবং মণিশা দত্তের নাটকগুলোতে স্থানীয় সমাজের সমস্যার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক ও সমকালীন নাটক (1971–2000): ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী রাজনীতির প্রভাব বাংলা নাটকে দৃশ্যমান। সমকালীন নাট্যকাররা যেমন, জয়গোবিন্দ সরকার, কুশলেন্দু ভট্টাচার্য, এবং অনন্য নাট্যদল—এরা প্রতিবাদকে আরও সরাসরি ও রূপক মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করেন। নাটকে শ্রমিক আন্দোলন, নারীর স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের অশান্তি, এবং গণতান্ত্রিক অধিকার বিষয়ক থিমগুলো প্রকাশিত হয়।

বাংলা নাটকে প্রতিবাদের প্রধান সুর

বিংশ শতকের বাংলা নাটকে প্রতিবাদের সুর প্রধানত কয়েকটি দিক থেকে প্রকাশিত হয়েছে:

রাজনৈতিক প্রতিবাদ: বাংলা নাটকে রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন

বিংশ শতকের বাংলা নাটকে রাজনৈতিক প্রতিবাদ ছিল নাট্যশিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ঔপনিবেশিক শাসন, দেশভাগ, সাম্যবাদী আন্দোলন এবং পরবর্তী রাজনৈতিক দমন—এসব প্রেক্ষাপটে নাটক শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং দর্শককে রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। নাট্যকাররা রাজনৈতিক অসাম্য এবং সামাজিক শোষণকে নাটকের কেন্দ্রীয় উপজীব্য হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

সেলিনা হোসেনের নাটকগুলো রাজনৈতিক প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত। তাঁর নাটকে সাধারণ মানুষের জীবনের সংগ্রাম ও শোষণকে সরাসরি চিত্রিত করা হয়েছে। চরিত্রের সংলাপ, নাট্যপট এবং ঘটনার ক্রম—সবই রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে দর্শককে সংযুক্ত করে। এছাড়াও জয়গোবিন্দ সরকার ও কুশলেন্দু ভট্টাচার্যর নাটকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী রাজনৈতিক অশান্তিকে কল্পনামূলকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিবাদ বাংলা নাটকে তিনটি মূল কৌশলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে—

রূপক চরিত্র ও দৃশ্যপট: রাজা, শোষক, বা নিপীড়িত শ্রমিকের চরিত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত করা।

সংলাপের সরাসরি প্রতিবাদ: চরিত্ররা নির্দিষ্টভাবে অন্যায় ও শোষণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

নাট্য-আঙ্গিক ও মঞ্চ বিন্যাস: রাজনৈতিক সংকট, আন্দোলন এবং দমনকে দৃশ্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

এইভাবে, রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যমে বাংলা নাটক দর্শককে চিন্তাশীল করে তোলে, সচেতনতা তৈরি করে এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে।

সামাজিক প্রতিবাদ: বাংলা নাটকে সামাজিক প্রতিবাদ রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে জড়িত থাকলেও তার দিক আরও মানবিক ও সমাজনিষ্ঠ। নারী অধিকার, জাতিগত বৈষম্য, ধর্মীয় উগ্রবাদ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য—এসব ছিল ২০শ শতকের বাংলা নাটকের প্রধান সামাজিক বিষয়। নাট্যকাররা সমাজের অসাম্যকে চিত্রায়িত করে দর্শককে সচেতন ও প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন।

মণিশা দত্তের নাটকগুলো শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন সংগ্রাম ও দুর্দশাকে তুলে ধরে। নাটকের মাধ্যমে শ্রমিক জীবনের ন্যায়হীনতা এবং দারিদ্র্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। একইভাবে, বামপন্থী নাট্যদলের কাজ গ্রামীণ এবং শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক অবস্থা ও সাম্যবাদী চেতনার প্রতি নজর দেয়।

সামাজিক প্রতিবাদের মূল উপায় ছিল—

মানবিক সংবেদনশীলতা: চরিত্রের কষ্ট, সংগ্রাম ও হতাশা দর্শককে সহমর্মী করে।

সামাজিক রূপক: সাধারণ মানুষের জীবনকে নাটকের কেন্দ্রীয় উপজীব্য করা।

সংলাপ ও বাস্তবিক চিত্রায়ন: স্থানীয় ভাষা, দৈনন্দিন সংলাপ এবং বাস্তব দৃশ্যের মাধ্যমে দর্শককে সমাজের অন্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করা।

এভাবে সামাজিক প্রতিবাদের মাধ্যমে বাংলা নাটক মানুষকে শুধু বিনোদন দেয়নি, বরং সমাজের নানা অসাম্য ও বৈষম্যের সঙ্গে তাদের মানসিক সংযোগ স্থাপন করেছে।

সাংস্কৃতিক ও নৈতিক প্রতিবাদ: ধর্ম, রীতি ও নৈতিকতার চ্যালেঞ্জ

বাংলা নাটকে প্রতিবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাংস্কৃতিক ও নৈতিক প্রতিবাদ। এটি মূলত সমাজের রক্ষণশীল সংস্কার, ধর্মীয় প্রথা এবং নৈতিক বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যম। ২০শ শতকের নাট্যকাররা প্রথাগত সামাজিক নিয়ম, দাম্পত্য ও নারীর সামাজিক অবস্থান, এবং ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রক্তকরবী" এ ধরণের প্রতিবাদের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে রাজা ও শক্তিশালী ধনীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ এবং নৈতিক ও ধর্মীয় প্রথার সঙ্গে সাম্য ও স্বাধীনতার দ্বন্দ্বকে নাট্যরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যান্য নাট্যকাররাও ধর্মীয় আচার বা সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রূপক ব্যবহার করেছেন, যা দর্শককে চিন্তাশীল করে তোলে।

সাংস্কৃতিক ও নৈতিক প্রতিবাদের কৌশলসমূহ হলো—

ধর্ম ও নৈতিকতার রূপক চিত্রায়ন: চরিত্র এবং কাহিনীর মাধ্যমে প্রথাগত নিয়মের ত্রুটি তুলে ধরা।

সংলাপ ও আঙ্গিকের মাধ্যমে সমালোচনা: ধর্মীয় বা সামাজিক বিধি প্রশ্নবিদ্ধ করা।

সংগীত ও লঘু নাট্যশিল্প: সামাজিক রীতিকে ব্যঙ্গ বা প্রতীকী আঙ্গিকে তুলে ধরা।

এইভাবে, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যমে বাংলা নাটক সমাজের প্রচলিত নিয়ম, সংস্কার এবং নৈতিকতার অসঙ্গতি চিহ্নিত করে, দর্শককে সমাজ ও নৈতিকতার পুনর্মূল্যায়নে অনুপ্রাণিত করে।৪. প্রধান নাট্যধারা ও প্রভাব

প্রধান নাট্যকার ও তাদের অবদান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটকের ইতিহাসে কেবল একজন কবি বা সাহিত্যিক নন, তিনি আধুনিক বাঙালি নাট্যচেতনার অন্যতম প্রধান স্থপতি। তাঁর নাটকে সামাজিক ও নৈতিক প্রতিবাদের যে সূক্ষ্ম অথচ গভীর স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তা বাংলা নাটককে কেবল বিনোদনের মাধ্যম থেকে চিন্তাশীল শিল্পমাধ্যমে উত্তীর্ণ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রতিবাদে না গিয়েও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবিক মর্যাদা, ক্ষমতার দমননীতি এবং যান্ত্রিক সভ্যতার অমানবিকতাকে নাটকের মূল উপজীব্য করেছেন।

ডাকঘর নাটকে অসুস্থ শিশু অমলের প্রতীক্ষা আসলে এক প্রতীকী মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—যেখানে রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করে। এখানে প্রতিবাদ সরাসরি নয়, বরং নৈতিক ও অস্তিত্ববাদী। *বিসর্জন* নাটকে ধর্মীয় আচার ও মানবিকতার সংঘাতের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্ধ বিশ্বাস ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। অন্যদিকে *রক্তকরবী* নাটক আধুনিক বাংলা নাটকে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক রূপকগুলোর একটি—যেখানে যক্ষপুরীর রাজা পুঁজিবাদী শোষণ, যান্ত্রিক ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের প্রতীক, আর নন্দিনী মানবিক প্রেম, স্বতঃস্ফূর্ততা ও জীবনের পক্ষের কণ্ঠস্বর।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিবাদ উচ্চকণ্ঠ নয়, বরং গভীর, দার্শনিক ও নৈতিক। তাঁর নাটক মানুষকে শাসনের বিরুদ্ধে নয়, বরং অমানবিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখায়। এই কারণেই তাঁর নাটকসমূহ বাংলা নাটকে প্রতিবাদের নান্দনিক ও মানবিক ভিত্তি নির্মাণ করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়: দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন—যিনি ঐতিহ্যগত ইতিহাসচর্চা ও আধুনিক সামাজিক প্রশ্নের মধ্যে নাট্যিক সংযোগ স্থাপন করেন। তাঁর নাটকগুলিতে একদিকে যেমন ঐতিহাসিক গৌরব ও জাতীয় চেতনার প্রকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি সমাজের ভেতরে প্রোথিত কুসংস্কার, অন্ধ আনুগত্য ও আত্মসমালোচনার অভাবকে তিনি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্যপ্রতিবাদ অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পটভূমির আড়ালে নির্মিত। অতীতের রাজা, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আখ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি সমকালীন সমাজের দুর্বলতা ও আত্মবিস্মৃতিকে ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর নাটকে জাতীয় আত্মমর্যাদা যেমন জাগ্রত হয়েছে, তেমনি সমাজের অভ্যন্তরীণ সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক যুক্তিনির্ভর প্রশ্নও উঠে এসেছে।

বিশেষত সামাজিক রীতিনীতি, অযৌক্তিক ধর্মীয় অনুশাসন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর সমাজের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ—এই বিষয়গুলো তাঁর নাটকে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাই বাংলা নাটকে প্রতিবাদের এক প্রাথমিক কিন্তু দৃঢ় কাঠামো নির্মাণ করেন, যেখানে জাতীয়তাবাদ, সামাজিক সংস্কার ও আত্মসমালোচনা একসূত্রে মিলিত হয়েছে।

সেলিনা হোসেন: সেলিনা হোসেন বাংলা সাহিত্যে মূলত কথাসাহিত্যিক হিসেবে সুপরিচিত হলেও তাঁর নাট্যচর্চা ও নাট্যভাবনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ সেখানে নারী, রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষমতাবিন্যাসের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাঁর নাটকসমূহে নারী কেবল ভুক্তভোগী চরিত্র নয়, বরং ইতিহাস ও সমাজের সক্রিয় নির্মাতা হিসেবে উপস্থিত।

নারী অধিকার, রাজনৈতিক দমন, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা এবং জাতিগত ও সামাজিক প্রান্তিকতার প্রশ্ন তাঁর নাট্যভাবনার কেন্দ্রে অবস্থান করে। তাঁর নাটকে প্রতিবাদ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রসারিত হয়েছে। নারীদেহ ও নারীচেতনাকে নিয়ন্ত্রণের যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কৌশল, তা তিনি নাটকের সংলাপ, চরিত্র ও সংঘাতের মাধ্যমে উন্মোচিত করেছেন।

সেলিনা হোসেনের নাট্যপ্রতিবাদ সরাসরি আন্দোলনমুখী হলেও তা আবেগনির্ভর নয়; বরং ইতিহাসবোধ ও রাজনৈতিক সচেতনতার মাধ্যমে নির্মিত। ফলে তাঁর নাটক সমকালীন বাংলা নাটকে নারী ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ককে নতুন দৃষ্টিকোণ প্রদান করেছে।

মণিশা দত্ত :মণিশা দত্তের নাট্যচর্চা বাংলা নাটকে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণিসংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। শ্রমিক, কৃষক ও প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম তাঁর নাটকের মূল বিষয়বস্তু। তিনি নাটককে ব্যবহার করেছেন শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে—যেখানে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছে।

তাঁর নাটকে উৎপাদনব্যবস্থা, ভূমির মালিকানা, শ্রমের মূল্য এবং শ্রেণিগত ক্ষমতার অসমতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রাম এখানে কেবল রাজনৈতিক স্লোগানে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, আশা, ভাঙন ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে নাট্যিক রূপ পেয়েছে।

মণিশা দত্তের নাটকে প্রতিবাদ সংগঠিত আন্দোলনের ভাষায় প্রকাশ পেলেও তা মানবিক সংবেদনশীলতায় ভরপুর। ফলে তাঁর নাটকসমূহ বাংলা নাটকে মার্কসবাদী ও সমাজবাস্তবতার এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত।

রক্তকরবী – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সামাজিক ও নৈতিক প্রতিবাদের চেতনায় নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রক্তকরবী" ১৯রো শতকের শেষ ভাগে এবং ২০শ শতকের শুরুতে বাংলা নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদের রূপ। এই নাটক কেবল সাহিত্যিক কীর্তি নয়, বরং সামাজিক ও নৈতিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এক শক্তিশালী প্রকাশ।

"রক্তকরবী"-এ ঠাকুর সমাজের রক্ষণশীল নিয়ম, ধনীর ক্ষমতার শোষণ এবং নৈতিক বিধির প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবহারকে সমালোচনা করেছেন। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সমাজের শোষিত এবং দমনিত মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত করে। রাজা, ধনী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের অসাম্য এবং সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, অবহেলা ও দমন—এই দ্বন্দ্বই নাটকের মূল উপজীব্য। নাটকের মাধ্যমে ঠাকুর নৈতিক ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধমূলক বার্তা প্রেরণ করেছেন।

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র শুধুমাত্র সংগ্রামী নয়, বরং শোষিত ব্যক্তির মুক্তির প্রতীক। ঠাকুরের এই চিত্রায়ন দর্শককে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে চিন্তিত করে। চরিত্রের সংগ্রাম, সংকল্প, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নাটকের মূল শক্তি। নাটক দর্শককে সমাজের অন্যায়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার পাশাপাশি, মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়বিচারের প্রতি সচেতনতা উদ্দীপিত করে।

ঠাকুর নাটকে প্রতীকী দৃশ্যপট, সংলাপের প্রাঞ্জলতা, এবং রূপক চরিত্র ব্যবহৃত হয়েছে, যা সামাজিক প্রতিবাদের বার্তাকে দৃঢ়ভাবে ফুটিয়ে তোলে। রাজা বা ক্ষমতাবান চরিত্রের অত্যাচার এবং সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ—এই দ্বন্দ্ব দর্শককে নাটকের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত করে।

"রক্তকরবী" বাংলা নাটকে নৈতিক, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবাদের এক শীর্ষদৃষ্টি স্থাপন করেছে। এটি দেখায় যে, নাট্যশিল্প কেবল বিনোদন নয়, বরং সমাজে ন্যায় ও মুক্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার শক্তিশালী হাতিয়ার।

কারুশিল্পী – মণিশা দত্ত: শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের প্রতিবাদ

মণিশা দত্তের "কারুশিল্পী" নাটক বাংলা নাটকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবাদের এক মাইলফলক। এই নাটক শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায়ের সংগ্রাম, দারিদ্র্য, এবং সামাজিক বৈষম্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এটি বাংলা নাটকে শ্রমিক আন্দোলন এবং সাম্যবাদী চেতনার প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

নাটকটি শ্রমিক জীবনের দৈনন্দিন সংগ্রাম, শ্রম বৈষম্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় অসাম্যকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরে। শ্রমিক চরিত্ররা নাটকের কেন্দ্রবিন্দু, এবং তাদের সংলাপ, অভিব্যক্তি এবং কর্ম-সংস্কৃতি দর্শককে সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে।

"কারুশিল্পী" নাটকে শুধু শ্রমিকের সংগ্রামই নয়, সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। দত্ত নাটকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ক্ষমতাবানদের শোষণ এবং সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য একে অপরের পরিপূরক, এবং এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই সমাজে সমতার পথ খোলে।

নাটকের কাহিনীতে শ্রমিকদের একাত্মতা, প্রতিরোধ, এবং কর্মসংস্কৃতির চিত্রায়ন দর্শককে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। নাট্যশৈলী সরল হলেও তা দর্শককে চিন্তাশীল করে, যা সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

মণিশা দত্তের "কারুশিল্পী" নাটক শ্রমিক আন্দোলন, সামাজিক সচেতনতা, এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিবাদের এক শক্তিশালী মাধ্যম। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলা নাটক সমাজ পরিবর্তনের জন্য শুধু বিনোদনের নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

মুক্তিযুদ্ধ-নাটক (১৯৭১): রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বাংলা নাটকে রাজনৈতিক প্রতিবাদের এক নতুন দিক স্থাপন করেছে। মুক্তিযুদ্ধ-নাটকগুলো কেবল ঐতিহাসিক ঘটনা চিত্রায়ন করেনি, বরং মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উদ্দীপিত করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ-নাটকগুলোতে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, রাষ্ট্রের দমননীতি, এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের প্রেক্ষাপট ফুটে ওঠে। নাটক দর্শককে রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা ও প্রতিরোধের মনোভাব জাগায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭১-এর পরের জয়গোবিন্দ সরকার ও কুশলেন্দু ভট্টাচার্যর নাটকে রাজনৈতিক অশান্তি, নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন, এবং জনগণের প্রতিরোধের চিত্র ফুটে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধ-নাটক জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা, এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গুরুত্বকে নাট্যরূপে প্রকাশ করে। চরিত্রগুলো শুধু যুদ্ধ বা সংঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তারা গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম করে।

মুক্তিযুদ্ধ-নাটকে সংলাপ, দৃশ্যপট, এবং রূপক চরিত্র ব্যবহার করে নাট্যকাররা দর্শককে আন্দোলনের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত করেন। নাটক শুধু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং সমাজে সচেতনতা ও পরিবর্তনের আহ্বান।

মুক্তিযুদ্ধ-নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসে রাজনৈতিক প্রতিবাদের সর্বোচ্চ শীর্ষ হিসেবে বিবেচিত। এগুলো দর্শককে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করে, যা সমাজে শক্তিশালী রাজনৈতিক সচেতনতা এবং পরিবর্তনের প্রতি উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

উপসংহার:

বিংশ শতকের বাংলা নাটক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের এক শক্তিশালী মাধ্যম। এটি কেবল বিনোদন নয়, বরং সমাজ ও দর্শকের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করার একটি হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সমকালীন নাট্যকারদের কাজ বাংলা সমাজের বিভিন্ন অসাম্য, বৈষম্য, শোষণ, এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর তৈরি করেছে। নাটক দর্শককে ভাবতে বাধ্য করে এবং সামাজিক পরিবর্তনের পথে একটি অনন্য অবদান রাখে।

বিংশ শতকের বাংলা নাটক ও প্রতিবাদের সুর আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সাহিত্য কেবল পাঠ্য নয়, বরং এটি সমাজ ও মানুষের মানসিক ও নৈতিক উত্তরণে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

গ্রন্থসূত্র:

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-নাট্যসমগ্র*, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
- রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচনাবলি*, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।
- সরকার, বাদল, *বাদল সরকার নাট্যসংগ্রহ*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- সরকার, বাদল, *তৃতীয় থিয়েটার ও তার তাৎপর্য*, কলকাতা: নাট্যচর্চা কেন্দ্র।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, কলকাতা: সাহিত্যলোক।
- মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু, *আধুনিক বাংলা নাটক ও সমাজচেতনা*, কলকাতা: গ্রন্থমিত্র।
- চট্টোপাধ্যায়, শুভাশিস, *বাংলা নাটকে প্রতিবাদ ও রাজনীতি*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি।
- দত্ত, সুরঞ্জন, *নাটক ও সামাজিক আন্দোলন*, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশন।
- সেন, সুমিতা, *রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- দেবী, মহাশ্বেতা, *নির্বাচিত নাট্যরচনা*, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস, *গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা থিয়েটার*, কলকাতা: নাট্যপুস্তক।
- ঘোষ, মঞ্জুশ্রী, *বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদের ভাষা*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি।
- দাস, সঞ্জয়, *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক*, কলকাতা: সাহিত্যলোক।
- মজুমদার, দীপক, *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, কলকাতা: অনুপ্রাণ প্রকাশন।
- চক্রবর্তী, অরুণ, *রাজনীতি ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক*, কলকাতা: গ্রন্থালয়।

Citation: **মন্ডল. গৌ.**, (2025) "বিংশ শতকের বাংলা নাটক ও প্রতিবাদের সুর", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.